যুগান্তর

তারিখ ... 17 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

মিঠাপুকুরে পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে সার্কাস ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে যুগান্তর

স্কুলে পরীক্ষা : মাঠে সার্কাস

রংপুর ব্যুরো

মিঠাপুকুরের পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে চলছে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। আর স্কুল মাঠে চলছে সার্কাস ও বিপণন মেলা। নানা আয়োজনে সরগরম অবস্থা। মাঠের চারদিক টিন দিয়ে ঘিরে বানানো হয়েছে দোকান। প্রতিদিন সহস্রাধিক মানুষ ভিড় করছেন মেলায়। হরেক রকমের পণ্যের সমাহার নিয়ে বেচাকেনা চলছে এতে শিক্ষার্থীদের এই অবস্থার মধ্যে দু'বেলা পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে। তারা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষায় মন বসছে না পাঁচ শতাধিক পরীক্ষার্থীর। ওই মেলার আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ৬ বছর ধরে আমের মৌসুমে ঐতিহ্যবাহী হাঁড়িভাঙ্গা আমের মাসব্যাপী মেলা বসানো হয় পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে। প্রথম দু'এক বছর জমজমাট ছিল হাঁড়িভাঙ্গা আমের মেলা। ক্রেতা-বিক্রেতায় মুখরিত থাকত মেলা প্রাঙ্গণ। এরই সুযোগে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল মেলায় সার্কাস ও নানা ধরনের খেলার আয়োজন শুরু করে। এর ফলে এ যে হাঁড়িভাঙ্গা আমের মেলা হারিয়ে যেতে বসেছে। আমের মেলাকে পুঁজি করে প্রভাবশালীরা প্রতি বছর সার্কাস, যাত্রা, জুয়া, লটারি ও নানা রকম খেলার আয়োজন করে আসছে। লিখিতভাবে লিজ নিয়ে পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাঠে এবারেও গত ১১ জুলাই শুরু হয়েছে এই মেলা। সরেজমিনে শনিবার মেলায় গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষে চলছে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায়। সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত সপ্তম শ্রেণীতে ৪৬, অষ্টম শ্রেণীতে ৭০, দশম শ্রেণীতে ২৮ পরীক্ষার্থী, দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৬১ ও নবম শ্রেণীতে ৩৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীতে একইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

শ্রেণী কক্ষে পরীক্ষা চললেও মেলা আয়োজক কমিটি গোটা মাঠ ঘিরে তৈরি করেছে ৫০টি দোকান। ক্রেতা-বিক্রেতায় মুখরিত সবগুলো স্টল। বিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে তোরণের ঠিক পূর্বে বসানো হয়েছে সার্কাস। মাঠে মাঝখানে চলছে খেলনা ট্রেনসহ নানা খেলার সামগ্রী। মাইকিংও চলছে সমান তালে। পদাগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবুল বাসার বলেন, স্থানীয়দের চাপের মুখে মাঠ ব্যবহারের লিখিত অনুমতি দিয়েছি। মেলা কমিটির সভাপতি ফিদু মিয়া বলেন, এই মেলা কয়েক বছর থেকে চলে আসছে। এবারেও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্বে থাকা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মামুন-অর-রশীদ বলেন, বিষয়টি আমি জানতাম না। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।